রঘুনাথগঞ্জ শাখায়
মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও
বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়
ইলেকট্রনিকের সকল রকম
ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের
বিশেষ কনশেসন
ধনরাজ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
মুরারই বীরভূম
শাখা—রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে কর হয়
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবা —২৯শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৪ ইং 13th Mar. 1968 | ৪২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
নির্মাতা:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্টুডেণ্টস ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৪ সাল।

॥ পাঁকের শামুক কি শঙ্খ হয়? ॥

—০—

শ্লথপ্রকৃতির ব্যক্তিকে ঢিমা-তেতালায় কাজ করার জন্য 'শম্বুকগতি' আখ্যা প্রয়োগ করা হয়। পঙ্কের শামুকের শঙ্খ হওয়ার দ্যোতনা অন্যরূপ। শামুকের জন্ম খানা-ডোবার পঙ্কে। সমুদ্রের বিশাল পরিসরে শঙ্খের জন্ম। শঙ্খ দেবপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ; ইহার ধ্বনি মাঙ্গল্যের স্মারক। শঙ্খের অলঙ্কার কোথাও অবশ্য প্রয়োজনীয়, কোথাও সৌখীন-বিলাস। সুতরাং যোগ্যতার দিক দিয়া শঙ্খের মর্যাদা ও আভিজাত্য আছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে শামুক যদি শঙ্খের পর্যায়ে উন্নীত হইতে চাহে, তবে তাহা হাস্যকর হইবে।

হাস্যকর নিশ্চয়ই হয়। মানুষের মধ্যে বহু শামুক শঙ্খ হইতে চাহেন। গতি তাঁহাদের ধীর, ক্ষীণ প্রতিরোধ শক্তি। কর্মকাণ্ডের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। দুর্বল আবরণ মৃদু আঘাতে গুঁড়া হয়। দেশের সমাজনীতি, রাজনীতিতে এইরূপ বহু শামুকের অনুপ্রবেশে দেশটা পঙ্কময় খানা-ডোবার সামিল হইয়াছে। ইহাদের কর্ম-কুশলতায় ঢিলা সমাজ-জীবন ও জটিল রাজনীতির আদর্শে অপূর্ব নিষ্ঠায় অগ্রগতি ব্যাহত। জাতীয় চরিত্রের কাঠামো ঘুণে ক্ষয় করিতেছে। শামুকেরা আস্ফালনে কম যায় না। তাই দেশের সর্বত্র সততার অভাব, সত্যের নির্বাসন।

রাজনীতিজ্ঞ শামুকেরা আপন কৃতিত্ব প্রচার করিয়া সার্বজনীন সমর্থন চাহিতেছেন। অথচ অদূরদর্শিতা ও পোকাখাওয়া-অযোগ্যতা চশমার মোটা কাচের মধ্য দিয়া তাঁহারা দেখিতে পান না। ঘোরাল রাজনীতির গগনে জোরাল প্রচার-ছটায় শামুকেরা শঙ্খ হন। আর জোয়াল কাঁধে পড়িলে 'ত্রাহি মাম্.....'।

পাড়ার কাতু খুড়ো প্রবন্ধের শিরোনামটি প্রায়শঃ ব্যবহার করেন। প্রথম প্রথম ধোঁয়াটে লাগিত। হাওয়াগাড়ী রাস্তায় বিকল; চালক ইহাকে সচল করিতে প্রচুর ধকল সহিতেছে। ভ্রাতুষ্পুত্রবেষ্টিত খুড়ো বলিলেন, "হুঁ! ষ্টিয়ারিং ধরলেই ড্রাইভার। পাঁকের শামুক শঙ্খ সেজেছেন।" তাৎপর্য কিছুটা বুঝা গেল। দেশময় হৈ-হল্লা—.....'আমাদের দাবী মানতে হবে',.....মিছিল, লাঠি-গ্যাস-গুলী প্রয়োগ, ধরপাকড়; রেশনে বরাদ্দ কমিল, বাজেটে আরও ঘাটতির দরুণে কর বৃদ্ধি, মন্ত্রীত্বের লাঠালাঠি—রাষ্ট্রপতির শাসনজারী; নির্বাচনী তোড়জোড় ইত্যাদি ইত্যাদি। সংবাদপত্র হইতে চোখ ফিরাইয়া ঢোক গিলিয়া খুড়োর অমৃতভাষণ—'এই সব শামুকে করবে সমস্যার সমাধান! ভোট চেটে শঙ্খ হয়েছেন।' মালিক-শ্রমিক বিরোধ, বড় বড় শিল্প উৎপাদনে বহু ব্যাঘাত, বৈদেশিক বাণিজ্যে মন্দা, শিক্ষা জগতের ব্যাপক গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা, ক্রমবর্দ্ধমান চোরাকারবার ও মজুতদারীর দাপটে দেশব্যাপী 'নাই নাই'। একই কথার পুনরাবৃত্তি করিবার পূর্বে খুড়ো নস্যের ডিবায় টোকা দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন।

মেকি আজ আসন সাজিয়া কত না অনর্থই না ঘটাইতেছে। নিজের ঢাক নিজে পিটিয়া সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারিলেও পরিশেষে সমাজের শামুক-গুগ্‌লি হাঁসের খাদ্য হইবে। গণতন্ত্রে এই কথাই বলে।

কথায় আছে, নাই কাজ ত খই ভাজ। প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, খই ভাজা চলিতেছে। অবশেষে ভাতের ধানও খই ভাজিয়া শেষ হইতেছে। খেয়াল করে কে? স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই জাতি-গঠনের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ার দরকার। এইজন্য সকলকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে কার্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, গত বিশ বছরের মধ্যে জাতীয় শৃঙ্খলা ও ঐক্য তথা জাতীয় সংহতি আজ বহু দূরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। রাহুমুক্তি না হইলে কল্যাণের পথ কোথায়? আর সেইজন্য প্রয়োজন একটা সার্বজনীন আত্মসমীক্ষা।

বঙ্গভাষা

—অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা!
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা!

কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আনল দেশে ভক্তি-ধারা;
আছে কই, এমন ভাষা
এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা।

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আন্‌ল মালা জগৎ জিনে;
তোমার চরণ-তীর্থে, মাগো,
জগৎ করে যাওয়া আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা বলে,
ঐ ভাষাতেই বলব হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

বঙ্গভাষা গানের প্যারডি

নয় তো মোদের এ জ্ঞান যে সে—
গঙ্গা ডুবিল 'গ্যাঞ্জেসে'
'ইণ্ডাস্' এল সিন্ধুদেশে,
'ভিয়াস্' হয়েছে বিপাশা।

আমরা নতুন মালা দিয়ে গলে
বাংলা এনেছি 'বেঙ্গলে',
কলিকাতায় কাল কাটিয়ে
'ক্যালকাটা'য় বেঁধেছি বাসা।

বাজিয়ে বীণা নূতন তানে,
বর্ধমান আজ 'বার্ডোয়ানে,'
হায় চুঁচুড়ার অদৃষ্টে হ'লো
'চিনসুরা'র সুরাতে ভাষা।

ভেবেছিল কেউ কি কবে—
মেদিনীপুর 'মিডনাপোর' হবে,
কাঁথির মাথায় লাথি মেরে
'কণ্টাই'-এ করবে কোণ-ঠাসা।

'টিপেরা' আজ ত্রিপুরাতে,
'আউধ' এল অযোধ্যাতে,
আজ রামচন্দ্র থাকিলে তাতে
'র‍্যাম্' ব'নে দেখতো তামাশা!

নিউলি বর্ণ সব তোমার চাইল্ড
আন্‌লে জোলা, ব্যালজাক, অস্কার ওয়াইল্ড
দিলে ডিনার টেবল্ প্যালেটেবল্
রেনল্ড আর গি দে মোপাসাঁ।

ঐ বাৎস্যায়নের বৎসগণে
আনলে শুভ আমন্ত্রণে
ফ্রয়েড্ হ্যাভ্‌লক এলিস ক'রে বেলিশ
কতই কাঁচা আজকে ডাঁশা।

ঐ ভাষাতে প্রথম মঙ্গি
লিখনু কতই সাইকোলজি,
এখন দন্তবিহীন অন্তকালে
বেদান্তে মিটাই তিয়াসা।

ধুলিয়ান পৌরসভার সদস্য নির্ব্বাচন

গত ৩রা মার্চ্চ রবিবার ধুলিয়ান পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিম্ন মুদ্রিত জনগণ পৌরসদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১নং	ওয়ার্ড	শ্রীগৌরগোপাল শুকুল
২নং	,,	শ্রীবিষ্ণচরণ সেনগুপ্ত
৩নং	,,	আবদুল ওহাব
৪নং	,,	নবাবুদ্দিন বিশ্বাস
৫নং	,,	শ্রীসুধীরকুমার সাহা
৬নং	,,	শ্রীনারাঙ্গলাল আগরওয়ালা
৭নং	,,	শ্রীমদনগোপাল মেমানী
৮নং	,,	শ্রীআবদুর রউফ
৯নং	,,	শ্রীগোলাবচাঁদ আগরওয়ালা
১০নং	,,	শ্রীঅমিয়কুমার রায়
১১নং	,,	শ্রীহরমুজ আলি
১২নং	,,	শ্রীসত্যদেব গুপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অধীন গুজার ঘাটগুলি ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য নগদ জমায় আগামী ২৬শে মার্চ্চ, ১৯৬৮ মোতাবেক বাংলা ১২ই চৈত্র, ১৩৭৪ সাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় জেলা পরিষদ অফিসে নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত করা হইবে। নিলাম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ জেলা পরিষদ অফিসে ঘাটের বিধি ও অন্যান্য নিয়মাবলী জানিতে পারিবেন।

স্বাঃ/- শ্রীআবদুস সাত্তার,
চেয়ারম্যান,
মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ।

প্রাপ্ত

জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

জঙ্গিপুর মহকুমায় হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সীমিত। পুরাতন হাসপাতালটি নেহাতই খেলনা হাসপাতাল ছিল। নতুন হাসপাতালের ভবনটি নির্মাণ শেষ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে হাসপাতাল সরাইয়া আনার কোন চেষ্টা অনেক দিন ধরিয়া হয় নাই। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার কার্যকালে আমরা তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও নির্দেশের ফলেই নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জঙ্গিপুর হাসপাতাল নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

৬৮টি বেড-সমন্বিত হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, নার্স, জি-ডি-এ, ঔষধ ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজনীয় মঞ্জুরিও তিনি বরাদ্দ করেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অপসারণের পর এই হাসপাতালের প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তরের চরম অবহেলা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি আমরা সামান্ত আলোকপাত করিতেছি।

হাসপাতালে ৬৮টি বেডের মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র ৪০টি বেড চালু আছে। এমার্জেন্সি বিভাগের জন্য কোন পৃথক ডাক্তার অথবা নার্স নাই। মোট ১৫ জন নার্সের অনুমোদন আছে, অথচ নার্স আছে মোট ৯ জন (৩ জন ট্রেণ্ড নার্স, ৩ জুনিয়ার ট্রেণ্ড নার্স ও ৩ জন সেবিকা)। ফিমেল জি-ডি-এ অনুমোদন আছে ১২ জনের, আর আছে মাত্র ৪ জন। 'সুইপারের' অভাবে কাজকর্ম প্রায় অচল। হাসপাতালের রোগী, ডাক্তার, নার্স সকলেই সুইপারের অভাব প্রতিপদে বোধ করেন।

শয্যার সংখ্যা বাড়াইলেও প্রয়োজনীয় চাদর, তোষক, কম্বল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয় নাই। রোগীদেরকে যে কম্বল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে কোন হাসপাতালে সেগুলির স্থান হওয়া উচিত নয়। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা ঘোরতর ত্রুটিপূর্ণ। বহু ঔষধ সরবরাহের কোন চেষ্টাই নাই।

প্রায় ৬০ হাজার টাকা দামের এক্স রে যন্ত্র আনা হইয়াছে। কিন্তু কোন রেডিওলজিষ্ট আসেন নাই। ফলে এক্স-রে যন্ত্রে মরিচা পড়িতেছে এবং এক্স-রে করার জন্য রোগীদের যথাপূর্ব খরচ করিয়া বহরমপুরে ধর্ণা দিতে হইতেছে। হাসপাতাল খোলার দিন যে জনসভা হয় সেখানে অবিলম্বে এক্স-রে বিভাগ চালু করার জন্য আমি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহার স্বার্থে যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিকে অকেজো রাখা হইয়াছে তাহা রহস্যপূর্ণ। দাঁত ও চোখের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। আই-ভি সেট্ নাই। ওয়েট্ মেসিনের অভাব।

হাসপাতালের জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্যানিটারি পায়খানার কয়েকটি অল্পদিনেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দরজা-জানালা খুলিয়া যাইতেছে। রান্নার চুল্লির পাইপ নাই। যে কনট্রাক্টারের উপর হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কার্যের ভার ছিল তাহার কাজকর্ম সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত হওয়া দরকার।

বিভাগীয় অব্যবস্থা ও অবহেলার ফলে জঙ্গিপুর হাসপাতালের রোগী, ডাক্তার, নার্স, জি-ডি-এ সকলকেই ভুগিতে হইতেছে। আমরা এই অবস্থার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং অবিলম্বে ইহার প্রতিকার দাবী করিতেছি। 'দোয়াত আছে কালি নাই' অবস্থা হাসপাতালে চলিতে দেওয়া যায় না।

নিবেদক—শ্রীবরুণ রায়
কমিশনার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও মাথা স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ৩.০০ তিন টাকা অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেণ্টিমিটার ১.০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)